W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 150 /WBHRC/COM/2016-17

Date: 17. 01.2017

Enclosed is the news item appearing in 'Eisamay' a Bengali daily dated 17.01.2017, captioned ' গারদে কোটিপতি পাচারকারীরা

The Superintendent of Police, South 24-Pargamas is directed to serve notice upon the victim(recovered) and her parents to attend the West Bengal Human Rights Commission, Purta Bhavan, 2nd floor, DF-Block, Sector-1, Salt Lake, Kolkata-700 091 on 2nd February, 2017 at about 1 P.M.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member

(M.S. Dwivedy)
Member

Encl: News Item Dt. 17. 01. 17

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC.

গারদে কোটিপতি পাচারকারীরা

অন্বেষা বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ১৮ বছরের পাকা ব্যবসা। রমরমিয়ে চলছিল। সম্পত্তি করে ফেলেছিল প্রায় ১০০ কোটি টাকার। তার মধ্যে বেঙ্গালুরুর মতো শহরে ৪ কোটি টাকা দামের ফ্ল্যাট, বিলাসবহুল গাড়িও ছিল। হাতের কাছে যখনতখন লাখ দশেক টাকা বের করে দেওয়াটা কোনও ব্যাপারই ছিল না। গ্রেপ্তারের দিনও তাদের কাছ থেকে ২০ লক্ষ টাকা নগদ মেলে। এ হেন 'খুঁদে' ব্যবসায়ী দম্পতি — আফাক ও সায়রা এখন গারদে। তাদের ব্যবসাটা ছিল মেয়ে কেনাবেচা। সাধারণত, বাংলার বিভিন্ন জায়গা থেকে মেয়ে নিয়ে গিয়ে যৌনপল্লিতে বেচে দেওয়াই ছিল এদের কাজ। তাদের ফাঁদে পড়েই তিন বছর আগে এ ভাবেই পাচার হয়ে গিয়েছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলির ১২ বছরের কন্যা সোনামণি (নাম পরিবর্তিত)। অবশেষে সোমবার সে দেখল মুক্তির আলো। দিল্লির যৌনপল্লি জি বি রোড থেকে এ দিন বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ ১৫ বছরের কিশোরীকে যৌথ অভিযানে উদ্ধার করে দিল্লি পুলিশ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা শক্তিবাহিনী।

এই দম্পতিকে গ্রেপ্তারির পরেই বিশাল সম্পত্তি ও নগদ টাকার হদিস পায় পুলিশ — এই সময়

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের তদন্তকারী অফিসার উমাকান্ত মিশ্র জানিয়েছেন, সোনামণিকে উদ্ধারের পরেই 'চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির'(সিডব্লিউসি)-র সামনে পেশ করা হয়। তাদের মাধ্যমেই মেয়েটিকে তার বাবার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। যদিও সিডব্লিউসি জানিয়েছে, মেয়েটিকে ফের দক্ষিণ ২৪ পরগনা সিডব্লিউসি-র সামনে পেশ করতে হবে। তাঁরা বুধবার ফিরছেন। তিন বছর পর মেয়েকে ফিরে পেয়ে তিনি আনন্দে আত্মহারা। মেয়ের অতীত মুছে দিয়ে তাকে আগলে রেখে বড় করার কথাই জানিয়েছেন তিনি।

কী করে সোনামণির খোঁজ পেল তার বাবা?

সে-ও এক অবিশ্বাস্য গল্পই বটে। রঙিন স্বপ্ন দেখিয়ে আফাক-সায়রার চক্রের এক চর ছোট্ট ১২ বছরের মেয়েটিকে কুলতলি থেকে ধরে নিয়ে যায়। তাকে সে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিশোরী বয়সে পা রাখতে চলা সোনামণিও মেতেছিল নিজের 'সংসারের' স্বপ্নে। কিন্তু বাংলা ছাড়তেই সে টের পেয়েছিল তার জীবনে নেমে এসেছিল চরম দুর্যোগ। তার 'ভালোবাসার লোক' তাকে তত ক্ষণে বেচে দিয়েছে এলাহাবাদে এক দালালের কাছে। নাম তার যমুনা। সেই যমুনাই সোনামণিকে নিয়ে গিয়েছিল দিল্লির যৌনপল্লিতে। জিবি রোডের একটি কোঠায় তার স্থান হয়েছিল। ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল, খদ্দের সামলাতে।

আর সেই খদ্দের দিয়েই এক দিন সে খুঁজে পেল মুক্তির হদিস। সোনামণি জানিয়েছে, দিন পাঁচেক আগে এক খদ্দেরকে হাতে-পায়ে ধরে তাঁর মোবাইল থেকে একটি ফোন করার অনুমতি পায় সে। এমনকি বাবার নম্বরও তিনিই ডায়াল করে দেন। দীর্ঘ তিন বছর পর সে বাবার সঙ্গে কথা বলে। জানায়, সে কোথায়, কী অবস্থায় আছে। মেয়ের ফোন পেয়ে আর একটুও দেরি করেননি তিনি। সোনামণি নিখোঁজ হওয়ার পরেই তিনি ২০১৪ সালে কুলতলি থানায় এফআইআর করেছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশকে জানান। তারাও আর কালবিলম্ব না করে এক দিনের মধ্যেই মেয়ের বাবাকে নিয়ে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়।

অবশেষে এ দিন সকালে বেলা এগারোটা নাগাদ নির্দিষ্ট সূত্র পেয়ে এক সঙ্গে হানা দেয় পশ্চিমবঙ্গ ও দিল্লি পুলিশ এবং শক্তিবাহিনী। পুলিশ জানিয়েছে, সেখানে কেউ-ই ছিল না তখন। ফলে বিনা বাধায় সোনামণিকে উদ্ধার করা গিয়েছে। তবে ধরা যায়নি যমুনাকে। এই যমুনাই হল আফাক-সায়রার অন্যতম 'নায়িকা।' পুলিশ জানিয়েছে, ওই দম্পতিকে মাস দুয়েক আগে ধরা গেলেও তাদের নেটওয়ার্ক এখনও চলছে।

পুলিশ জানিয়েছে, নোট বাতিলের কিছু আগে আফাক দম্পতিকে ধরা হয়েছে। তখনই তাদের থেকে জানা যায়, ১৯৯৯ থেকে তারা এই ব্যবসা ফেঁদে বসেছে। ৫০০০ হাজারেরও বেশি মেয়ে তারা পাচার করেছে। ৫০ হাজার থেকে ৩ লক্ষ টাকা দরে বেচাকেনা চলত। তবে তারা নিজে হাতে নয়, 'নায়িকা'দের দিয়ে চালাত ব্যবসা। যমুনা তেমনই এক 'নায়িকা'। সে রকম আরও জনা ৩ নায়িকার খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ।

সোনামণি উদ্ধার হওয়ায় আফাকদের বিরুদ্ধে ৩৭২ (নাবালিকাকে বিক্রি ও দেহব্যবসায় নামানো) -সহ আরও একাধিক মামলা আনা হচ্ছে। প্রয়োজনে নতুন মামলাও শুরু করতে পারে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ।